সমকাল

তারিখ ..22 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...৩...

সিলেবাস ছাড়া বাংলা পড়ছে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

■ কামরান সিদ্দিকী

শিক্ষাবর্ষের প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও নবম শ্রেণির বাংলা প্রথমপত্রের সিলেবাস নির্ধারণ করতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সিলেবাস নির্ধারিত না হওয়ায় অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সামনে রেখে শিক্ষকরা 'অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার' মতোই ক্লাসে বাংলা পড়াচ্ছেন; শিক্ষার্থীরাও রয়েছে অনিশ্চয়তায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির মতভিন্নতার কারণে এ পরিস্থিতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা

নবম শ্রেণির বাংলা প্রথমপত্রে মোট ৩১টি গদ্য ও ৩২টি পদ্য রয়েছে। প্রতি বছর এগুলো থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবম-দশম উভয় শ্রেণিতে এসব গল্প-কবিতা পড়ানো হয়। পরে চূড়ান্তভাবে এসএসসি পরীক্ষায় এ সিলেবাসের ওপর করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা।

নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নীলাদ্রি ঘোষ সমকালকে বলেন, শিক্ষা বছরের তৃতীয় মাস চলছে। দুই মাস পর তার সন্তানের পরীক্ষা। সিলেবাস ঠিক না হওয়ায় শিক্ষকরা ক্লাসে সঠিকভাবে পড়াতে পারছেন না। পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নেবে তা নিয়ে সন্তানের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে।

নবম শ্রেণিতে বাংলা বিষয় পড়ান শিক্ষক নুরুল আফসার। তিনি সমকালকে বলেন, তারা বোর্ড নির্ধারিত সিলেবাস এখনও পাননি। তাদের স্কুল একটি সমিতির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে। আপাতত সমিতির নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী তারা পড়াচ্ছেন। যেসব গল্প-কবিতা পড়াচ্ছেন সেগুলো চূড়ান্ত সিলেবাসে নাও

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

সিলেবাস ছাড়া

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

থাকতে পারে। তাদের এখন কিছুই করার নেই। এনসিটিবি যে কোনো পাঠ্যক্রমের সিলেবাস প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায়। তা শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি'তে উত্থাপিত হয়। আলোচনার মাধ্যমে সেখানে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে এনসিটিবি তা প্রকাশ করে। তবে এবার তাদের ওয়েবসাইটে অন্যান্য বিষয়ের সিলেবাস প্রকাশ করা হলেও বাংলা প্রথমপত্রের সিলেবাস এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, তারা একটি সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে গত ৩ মার্চ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই তা শেষ হয়েছে। বর্তমানে এনসিটিবি এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কবে নাগাদ এর সুরাহা হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে সারাদেশের কয়েক লাখ শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

অন্যান্য শ্রেণির বাংলা বইয়ের মতো নবম শ্রেণির 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' বইয়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ বছর নবম শ্রেণির বইয়ে একটি গদ্য ও পাঁচটি কবিতা বাদ পড়ে এবং পাঁচটি কবিতা যুক্ত হয়েছে। বাদপড়া ভ্রমণ কাহিনীটি হচ্ছে সজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং কবিতা হচ্ছে জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া', ভারতচন্দ্রের 'আমার সন্তান', লালন শাহর 'সময় গেলে সাধন হবে না', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁকোটা দুলছে'। যুক্ত হয়েছে শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'বন্দনা', আলাওলের 'হামদ', আবদুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী', গোলাম মোস্তফার 'জীবন বিনিময়' ও কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর-ফারুক'।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান, অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা সমকালকে বলেন, বাংলা প্রথমপত্রের সিলেবাস প্রস্তাব করে আরও আগেই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় সিলেবাস চূড়ান্ত হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ করা হবে।